R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

স্থাপিত : ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

পর্ষদের সিলমোহর প্যাকেটে জাল মার্কশিট এলো জঙ্গিপুর গার্লসে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর গার্লস হাইস্কুলে মাধ্যমিকের মার্কসিটে জালিয়াতির এক ঘটনা সম্প্রতি ধরা পড়েছে। তবে চক্রের নায়ক কে বা কারা সেটা খুঁজে বার করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন মাথা ঘামাচ্ছেন না। ঘটনার সূত্রপাত গত বছর। ৯৬ সালে রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক নিমাই সাহার কন্যা জঙ্গিপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে ও অকৃতকার্য হয়। গত বছর জুন মাসে রেজাল্ট বার হওয়ার এক মাসের মধ্যে অকৃতকার্য প্রায় ৯/১০ জন ছাত্রীর সঙ্গে নিমাইবাবুর কন্যাও রিভিউ এর জন্য আবেদন করে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানুয়ারী '৯৭-এ ঐসব ছাত্রীদের রিভিউ এর যে রেজাল্ট আসে তাতে একমাত্র শ্যামলী মণ্ডল নামে জনৈকা ছাত্রী বাদে বাকীদের পুনরায় অকৃতকার্য দেখানো হয়। এর এক/দেড় মাসের মধ্যে পর্ষদের সীলমোহরযুক্ত প্যাকেটে একমাত্র নিমাইবাবুর কন্যার একটি কৃতকার্য মার্কসীট আসে। তাতে পর্ষদের পক্ষ থেকে আগের রেজাল্টকে 'কম্পিউটার মিসটেক' বলে বর্ণনা করা হয়। সে সময় স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা মালতী মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন না। ঐ মার্কসীট রিসিভ করে নিমাই সাহাকে দিয়ে দেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক অসীম সমাদ্দার বলে খবর। স্কুলে এসে ব্যাপারটি জানতে পেরে মালতী দেবীর সন্দেহ হয়। কারণ অনেক ফেল রেজাল্টের মধ্যে একমাত্র নিমাইবাবুর মেয়ের রেজাল্ট কেন কম্পিউটার মিসটেক বলে এলো? এছাড়া পর্ষদের নিয়মানুযায়ী পূর্বের ফেল মার্কসীট জমা দিলে তবেই পাশ মার্কসীট দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে ফেল এবং পরে পাশ দুটি মার্কসীটই থাকায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

জাতীয় মেধা বৃত্তিপ্রাপ্ত কিশোর বাইরে সম্বর্দ্ধিত হলেও নিজের শহরে উপেক্ষিত

বিশেষ প্রতিবেদক : এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থানাধিকারী রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র কিশোরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবার জাতীয় মেধা বৃত্তিলাভ করে আবার সংবাদের শিরোনামে এসেছে। কয়েক মাস আগে ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং পরিচালিত ১৯৯৭ সালের সর্বভারতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ন্যাশানাল ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশনে কৃতিত্বের সঙ্গে কিশোর তার অধ্যয়নকালের গবেষণা পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় মেধা বৃত্তি লাভ করেছে। বৃত্তির শর্তানুযায়ী সে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রতি মাসে ২০০ টাকা এবং বই কেনার জন্য আলাদা অর্থ পাবে। এই টাকা ডক্টরেট ডিগ্রিলাভ করা পর্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। কিশোরগোপাল মাধ্যমিকের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হলেও ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে সে বর্তমানে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। সম্প্রতি কিশোরকে বহরমপুর ইয়ংস কর্ণার-এর তরফ থেকে বিধায়ক মায়ারাণী পাল ও সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানান। এছাড়াও বহরমপুর মেডিক্যাল ক্লাব, গোরাবাজার ইন্দিরা মেমোরিয়াল ক্লাব প্রভৃতি সংস্থাও কিশোরকে যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছে। এমতাবস্থায় কিশোরের নিজের শহর রঘুনাথগঞ্জের কোন ক্লাব তো দূরের কথা জঙ্গিপুর পুরসভা বা মহকুমা প্রশাসন—কোন তরফ থেকেই কোন সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়নি।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের পদত্যাগে সাংবিধানিক সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ নভেঃ নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধান অক্ষয় হালদার অনাস্থা এড়াতে পদত্যাগ করেন বলে খবর। জানা যায় সিপিএম পরিচালিত এই বোর্ডের কংগ্রেস ও বিজেপি মিলিতভাবে সিপিএমের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। সিপিএম বোর্ড দখল করার সময় সদস্য সংখ্যার ২৫ জনের মধ্যে কংগ্রেস ৭, বিজেপি ৩, সিপিএম ৯ ও বিজেপি থেকে বেড়িয়ে আসা নির্দল ছিল ৬ জন। সিপিএম নির্দলদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

ধানবোঝাই গাড়ীর ভিড়ে গাড়ীঘাট থেকে রাম সেন সেতু পর্যন্ত জ্যাম

রঘুনাথগঞ্জ : এই মরশুমে জঙ্গিপুর পারের চাষীরা রাঢ় অঞ্চলের তাঁদের জমির ধান বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাক, ভ্যান, গোগাড়ী বোঝাই করে। কিন্তু ভাগীরথীতে কোন সেতু আজও না হওয়ায় পারঘাটায় ঐ বোঝাই গাড়ী একে একে পার করতে দুর্ভোগ চূড়ান্ত। ফলতঃ গাড়ীঘাট থেকে রাম সেন সেতু পর্যন্ত ট্রাক প্রভৃতি যানবাহন দাঁড়িয়ে থেকে সারাদিন জ্যাম বাড়াচ্ছে। অপরদিকে অন্যান্য বছরের মত এবার রসুনপুর ব্রীজে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকায় ও পথে ধান যাচ্ছে না। রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটই একমাত্র সম্বল। এ অবস্থা দূর করতে পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন চাষীরা।

গলাটিপে এক শিশুকন্যাকে হত্যা করলো আর এক কিশোর

নিমতিতা : গত ২৭ নভেম্বর স্থানীয় রেজেষ্ট্রী অফিসের পিছনে লক্ষ্মীনগর পল্লীর দিলীপ হালদারের চার বছরের শিশুকন্যা রিঙ্কিকে গলাটিপে হত্যা করে পাশের বাড়ীর এক ১১ বছরের কিশোর। পুলিশ কিশোরটিকে গ্রেপ্তার করেছে হত্যার কারণ জানা যায়নি।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ স্বপ্নভঙ্গ ? ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, গত ১৭ই নভেম্বর এখানে রাজ্য পূর্তমন্ত্রী মাননীয় ক্ষিতি গোস্বামী বলিয়াছেন যে, অর্থের সংস্থান না থাকায় এখানে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণের নিশ্চয়তা নাই। প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ যে, সেতু নির্মাণের অনিশ্চয়তার জন্য বা বিলম্বের জন্য স্থানীয় সিপিএম ও আরএসপি-র মধ্যে 'চাপান-উতোর'-এর পাল্া চলিয়াছে। উল্লেখ্য যে, গত ২৪-২-৯৬ তারিখ মাননীয় রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এখানে গাড়ীঘাটে ভাগীরথী সেতুর শিলান্যাস করিয়াছিলেন। তখন বিভিন্নভাবে জঙ্গিপুরবাসী শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অবশ্য সেই সময় যদিও মুখ্যমন্ত্রী অর্থের সংস্থান হইলে সেতু নির্মাণ করা হইবে বলিয়াছিলেন, তবু টাকার প্রশ্ন থাকিবে না বলিয়া কেহ কেহ সকলকে প্রকারান্তরে আশ্বাস দিয়াছিলেন

এখানে সকলেই বিরাট প্রত্যাশায় দিন কাটাইলেও তাহা প্রায় হতাশায় পরিণত হইতে পারে। কেন না খবরে প্রকাশ যে, বেশ কয়েকটি সংস্থার কাছে অর্থের সংস্থান বিষয়ে সাফল্য দেখা যায়নি। রাজ্য সরকার এই সেতু নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা এখনও চালাইতেছেন বলিয়া জানা গেল। ইহার কারণ হিসাবে পূর্তমন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, ভাগীরথী সেতু নির্মাণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান এবং বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি জড়িত বলিয়া রাজ্য সরকার সেতু নির্মাণের বিষয়টি বাদ দিতে পারিতেছেন না।

স্থানীয় গাড়ীঘাট বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে বাসষ্ট্যাণ্ড এবং দূর দূর স্থানের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার সুবিধা, হাসপাতাল, রেলষ্টেশন ও বিভিন্ন অফিস আদালত থাকার কারণে এই ঘাট দিয়া লোকজন এবং গাড়ী ঘোড়ার পারাপার সদরঘাটের তুলনায় বহুগুণ বেশী। লরি, বাস, কার, রিকশা, ভ্যান, গরুরগাড়ী প্রভৃতি পারাপার এই ঘাট দিয়া হয় রাস্তার সুবিধার কারণে।

ধানের মরশুমে গাড়ীঘাট রোড কী চিত্র ধারণ করে, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিপথে পড়ে। বিগত বেশ কিছুদিন ধরিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে ধান অথবা খড় বোঝাই অপেক্ষমান লরি হাসপাতাল মোড় হইতে গাড়ীঘাট পর্যন্ত রাস্তা দখল করিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা রহিতেছে। রাস্তার বাকি অংশ দিয়া আপ-ডাউন লরি বা বাস চলাচল সম্ভব হয় না। তদুপরি রিকশা, ভ্যান, সাইকেল, কার প্রভৃতিতে পথ বন্ধপ্রায় হওয়ায় পদচারী পথচারীদের সমস্যা তীব্র হইতেছে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইতে মুস্কিলে পড়িতেছে।

ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু যে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতেছে, তাহার সমাধান কীভাবে হইবে, তাহাই ভাবনার বিষয়। তবু সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জনসাধারণের হতাশার মরুবক্ষে এক বিন্দু বারিপাত অথবা বর্ষণ কিনা, এখনই বলা সম্ভব নহে। পূর্তমন্ত্রী যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাতে আপাতত হয়ত সকলের স্বপ্নভঙ্গ হইতে পারে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সুপ্রাচীন মাদ্রাসার নাভিশ্বাস প্রসঙ্গে

(১)

জংগীপুর সংবাদে ১৯শে নভেম্বরের 'সুপ্রাচীন হাই মাদ্রাসার নাভিশ্বাস উঠেছে' এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পড়ে আমার ভল লাগল। জংগীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার কথা কেউ তেমনভাবে ভাবেনি। এখনও ভাবে না। হাই মাদ্রাসার যা সম্পত্তি তাতে অনেক কিছু করা যেত। কিন্তু করা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এর পিছনে কিন্তু আছে। বর্তমানে যিনি এই স্কুলের সেক্রেটারী, তিনি আবার হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র। সবাই তাঁর শিক্ষক। এক্ষেত্রে সেক্রেটারী চালিত হতেন বেশীর ভাগ সময়ে শিক্ষকদের এক্তিয়ারে। তাছাড়া আছে কিছু ব্যক্তির স্বজন-পোষণ নীতি আর বিভিন্ন পার্টির প্রভাব। জংগীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার এই মুহূর্তে যেটি সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, তা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক চালু হওয়া। তার কারণ এতে এলাকার বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ পেত। এ ব্যাপারটি নিয়ে প্রাক্তন হেডমাষ্টারও তেমনভাবে ভাবেননি। ভাবলে উচ্চ মাধ্যমিক অবশ্যই হত বলে আমার ধারণা।

মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা
সম্পাদক-'সাহিত্য চেতনা'
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

(২)

মহাশয়, আপনার ১৯শে নভেম্বরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সুপ্রাচীন হাই মাদ্রাসার নাভিশ্বাস উঠেছে' সংবাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মাদ্রাসার আর্থিক অবনতির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। তবে

প্রতিবন্ধী ছাত্রদের কল্যাণে লটারী

জঙ্গিপুর : গত ৩১ অক্টোবর স্থানীয় মহাবীর সংঘের পরিচালনায় প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে একটি লটারী খেলা হয়। ঐ খেলার সংগৃহীত অর্থ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান।

সাতদিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর : রঘুনাথপুর বিদ্যুৎ সংঘের পরিচালনায় সাতদিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় গত ১০ নভেম্বর বড়বাগান মাঠে। হাওড়ার অগ্রদূত ক্লাব নদীয়ার ষ্টুডেন্টস্ কর্ণারকে টাই ব্রেকারে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন মহিলা রেফারী অনিতা সরকার। বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রীরঞ্জন নাথ। প্রাক্তন বিধায়ক আবদুল হক ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি মাদ্রাসার আর্থিক অবস্থা মজবুত। এবং আমি দায়িত্বে আসার পর সংস্কার ও ঘর তৈরী কাছে প্রায় ৩/৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এটা শুধু খাতা কলমে নয়, এসে দেখে যান স্বচক্ষে। কিছু শিক্ষক ভাল পদ পেয়ে চলে গেছেন ঠিক। তাঁদের পদগুলো এখন স্কুল সারভিস কমিশনের আওতায় পড়েছে। এছাড়া একটি পদের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে ইনজাংশন আছে। প্রধান শিক্ষকের পদটা টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য আটকিয়ে আছে। আর ছাত্র সংখ্যা বাড়লেই শিক্ষক বাড়ানো সম্ভব নয়। এর জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। আমরা বার বার এ বিষয়ে জানানো সত্ত্বেও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এছাড়া মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি বা শিক্ষকদের মধ্যে কোন দলাদলি নেই। মাদ্রাসার কিছু অকেজো ও অপরের দখলীকৃত জায়গা আমরা আইন মোতাবেক বিক্রী করে এর পরিবর্তে মাদ্রাসা সংলগ্ন জায়গা কেনা হয়েছে। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি যে কাজ করেছে, পূর্ববর্তী কোন ম্যানেজিং কমিটি ২০/৩০ বছরের মধ্যে সে কাজ করতে পারেনি।

মুহাঃ মুসা
২৯-১১-৯৭ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

চাঁইদের তপশীলী শ্রেণীভুক্তির দাবী বিধানসভায় গৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ নভেম্বর পঃ বঃ বিধানসভায় চাঁইদের তপশীলী জাতিভুক্তির এক সর্বদলীয় প্রস্তাব গৃহীত হলো। প্রস্তাবটি তোলেন কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল মান্নান। সেটি সব দলেরই সমর্থন লাভ করে। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দিল্লীর অনুমোদনের জন্য সেটিকে দিল্লী পাঠাবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভরত মন্ডল জানান, তাঁদের বহুদিনের দাবী বিধানসভায় গৃহীত হওয়ায় তিনি বিধায়কদের অভিনন্দন জানান।

দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের বালিয়া গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির উদ্যোগে ১ নভেম্বর একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী সভায় ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় সমিতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ পন্থ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বালিয়া নেতাজী সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির চেয়ারম্যান লক্ষ্মণচন্দ্র দাস।

পদত্যাগে সাংবিধানিক সঙ্কট (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে বোর্ড গড়ে। বর্তমানে সিপিএমের ৪ জন বর্তমান বোর্ডের স্বজনপোষণ, অর্থ নয়ছয়ে বিরূপ হয়ে দলত্যাগ করে বিরোধী পক্ষে যোগ দেওয়ায় বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ এবং সিপিএম ১১। পঞ্চায়েতের এই সংকট কাটাতে গত ৭ নভেম্বর জেলার সিটু নেতা তুষার দে ও ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খান এসে ব্যর্থ হন বলে খবর। অনাস্থা এড়াতে তাই প্রধান পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্র এখনও গৃহীত না হওয়ায় ঐ বোর্ড এখন সাংবিধানিক সংকটে ভূগছে। কাজকর্ম সব বন্ধ।

এ বছরের অন্যতম সেরা
স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প
ডাকঘর
মাসিক আয় প্রকল্প
সুদের হার ১৩% — মাসে মাসে দেওয়া হয়
৬ বছরের মেয়াদ শেষে গ্যারান্টিযুক্ত ১০% বোনাস
প্রয়োজনে ১ বছর পর থেকে টাকা তোলা যায়।
৩ বছর পর তুললে, টাকা তোলার দিন পর্যন্ত
১৩% সুদ সমেত পুরো জমা টাকা ফেরৎ।
এখন ৬০,০০০ টাকা জমা দিলে প্রতিমাসে ৬৫০ টাকা করে সুদ
এবং ৬ বছরের মেয়াদ শেষে বোনাস সহ ৬৬,০০০ টাকা ফেরৎ
অজানা অচেনা সংস্থায় আপনার কষ্টার্জিত টাকা রেখে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না
আরও অনেক আকর্ষণীয় প্রকল্প আছে। বিশদ জানতে হলে
নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ডে লিখুন ঃ
অধিকর্তা, স্বল্প সঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১
স্বল্প সঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জাল মার্কসীট এলো জঙ্গিপুর গার্লসে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মালতীদেবী সম্পাদক অসীমবাবু ও অভিভাবক নিমাইবাবুর সম্মতিক্রমে কম্পিউটার মিসটেক বলে যে পাশ মার্বসীট এসেছে সেটা সঠিক কিনা অনুসন্ধানের জন্য পর্ষদে পাঠান। সেপ্টেম্বর '৯৭-এ পর্ষদ অনুসন্ধান রিপোর্টে জানায়, কম্পিউটার মিসটেক বলে যে মার্কসীট গেছে সেটা জাল— ওটা পর্ষদ থেকে যায়নি। ইতিমধ্যে পাশ মার্কসীট নিয়ে নিমাইবাবুর মেয়ে যথারীতি জঙ্গিপুর কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। মার্কসীট জাল জানতে পেরে প্রধান শিক্ষিকা অক্টোবর '৯৭-এর প্রথমেই নিমাইবাবুর কাছ থেকে জাল মার্কসীট, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিয়ে পর্ষদে পাঠিয়ে দেন। ফলে নিমাইবাবুর মেয়ের কলেজে ভর্তিও বাতিল হয়ে যায়। এবছর '৯৬-এর মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রীদের ভিতর পর্ষদ থেকে নিমাইবাবুর মেয়ের সার্টিফিকেটও আসে না। নভেম্বর '৯৭-এ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রধান শিক্ষিকা মালতী মন্ডলকে জাল মার্কসীটের ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ও পুলিশী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ পাঠায়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের মতামত জাল মার্কসীটের ব্যাপারে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমরা পর্ষদে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁরাই যা করার করুক। আর এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মতামত জানাবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক মিটিং ডেকেছেন প্রধান শিক্ষিকা বলে জানা যায়। অন্যদিকে এই জাল মার্কসীটের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা বা নিমাইবাবু— দুজনেই নির্দোষ বলে জানান। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ব্যাপারটি আমার প্রথম সন্দেহ হওয়ায় আমিই যাবতীয় কাগজপত্র পর্ষদে পাঠাই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য। তাঁরাই যা করার করুক। অপরদিকে নিমাই সাহার বক্তব্য, যা কিছু কাগজপত্র স্কুলে এসেছে তা পর্ষদের সীলমোহর যুক্ত প্যাকেটে এবং ডাক মারফত। আমাকে স্কুল এ ব্যাপারে যা নির্দেশ দিয়েছে আমি তাই করেছি। তাই মার্কসীট যদি জাল হয়ে থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব পর্ষদ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের। এই মার্কসীট কেলেংকারীতে আমি এবং আমার মেয়ে—দুজনেই মানসিক বিপর্যস্ত। অহেতুকভাবে আমার সামাজিক মানসম্মান হানি করা হচ্ছে। তাই এই কেলেংকারীর যথোপযুক্ত তদন্ত চান একপক্ষে যেমন স্কুল কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে তেমনি নিমাইবাবু স্বয়ং। অন্যদিকে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী মানুষ চান স্কুলের সম্পাদক অসীম সমাদ্দার যখন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত এবং সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, তখন স্কুলের সুনাম রাখতে সুষ্ঠু তদন্ত হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

রঘুনাথগঞ্জ-১, মুর্শিদাবাদ

গত ২৬-১১-৯৭ তারিখে প্রকাশিত টেণ্ডার নোটিশের

সংশোধনী

রঘুনাথগঞ্জ-১ নং আই সি ডি এস প্রকল্পের পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হতে চাল, ডাল, তেল, লবণ এর ষ্টোরিং এজেন্ট ও ক্যারিং কন্ট্রাক্টরের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬/১২/৯৭।

এই সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ-

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

রঘুনাথগঞ্জ-১ আই সি ডি এস প্রজেক্ট

মুর্শিদাবাদ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (নবপর্যায়) মহকুমা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২২ নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (নবপর্যায়) সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মুকুলরঞ্জন দাসকে সভাপতি, সুবীর ধরকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ১১ জনের মহকুমা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় বলে খবর।

পাত্র চাই

পাত্রীর বয়স ১৮, বৈশ্য (তেলী) সাহা। মূক ও বধির, গায়ের রং ফর্সা, সুন্দরী, বহরমপুর মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা। মামার বাড়ীতে মানুষ। মামারা উচ্চ শিক্ষিত। অসবর্ণে আপত্তি নাই।

যোগাযোগের ঠিকানা :— **প্রফুল্ল সাহা** / মির্জাপুর
পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ঃ এসটিডি-০৩৪৮৩/বাড়ী ৬২০১৬, অফিস ৬৬৪১৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং-২০ ✳ তারিখ-২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং-৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সাটিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ২০%. সরকারী ছাড়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ☆ ফুলতলা ✳ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

ফ্রি দ্য চিলড্রেন ইণ্ডিয়া'র সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফ্রি দ্য চিলড্রেন ইণ্ডিয়ার জঙ্গীপুর মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ থেকে শিশু শ্রমিক প্রথা উচ্ছেদ এবং শিশুদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার লক্ষে এই সংস্থা বর্তমানে শিশু শ্রমিক চিহ্নিতকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত। প্রধান বক্তা ছিলেন সংস্থার জোনাল কোঅর্ডিনেটর মুজিবর রহমান। তিনি সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

কি কিনবেন কোথায় কিনবেন

সবার সেরা বাটার জুতো

ছেলে বুড়ো তরুণ-তরুণী সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই বাটার জুতো। জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই 'বাটা'। বাটার সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই বাটার জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

Bata

অনুমোদিত ডিলার—
অরিজিৎ দে
(ভি আই পি দুলুর দোকানের পাশে)
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।